যমালয়ে জীবন্ত মানুষ

শ্রীঅনন্ত সিং প্রযোজিত

রাজকুমারী চিত্র মন্দিরের নিবেদন

যমালয়ে জীবন্ত মানুষ

●

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী**

সঙ্গীত পরিচালনা : শ্যামল মিত্র

কাহিনী ও সংলাপ : গৌর সী
আলোক চিত্র : বিভূতি চক্রবর্ত্তী
সম্পাদনা : অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়
শব্দ যন্ত্র : সুশীল সরকার
পট শিল্পে : কবি দাশগুপ্ত
শিল্প নির্দ্দেশ : সুনীল সরকার

●

—রূপায়নে—

প্রধান ভূমিকায় :— **ভানু ও বাসবী**

তৎসহ :

ছবি, পাহাড়ী, নীতীশ, কমল, তুলসী চক্রবর্ত্তী, জহর রায়, অর্পনা, শীলা পাল, প্রতিমা, শান্তি, নৃপতি, অজিত, শ্যাম লাহা, চন্দ্রশেখর, হরিধন, প্রেমাংশু, শৈলেন, গৌর সী, পরেশ, মাণিক, কান্তি, শৈলেশ, গোপাল, মন্মথ, সুশীল, কানু, করুণা, ভানু, অমরেশ, জগদীশ, কুমুদ, সুখময়, চণ্ডী, আশু, মায়া চক্রবর্ত্তী (নৃত্যে)।

●

নৃত্য পরিচালনা : বিনয় ঘোষ
রূপসজ্জায় : শৈলেন গাঙ্গুলী
গীত রচনা : হীরেন বসু, গৌরী প্রসন্ন মজুমদার ও আনন্দ চক্রবর্ত্তী।
মৃৎ শিল্পে : জীতেন পাল
আলোক সজ্জা : সতীশ হালদার

যন্ত্র সঙ্গীতে : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

সাজ সজ্জা : দাশরথী দাস, সেরালী

ব্যবস্থাপনায় : বঙ্কু বোস, সুজিত বর্মণ, কানাই রায়।

কাহিনী :

একই গ্রামের মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে সিধু, আর ধনী হরিনারায়ণের অষ্টাদশী মেয়েকে নিয়ে এই কাহিনীর আরম্ভ। হরিনারায়ণের মতামতের বিরুদ্ধে অতি সঙ্গোপনে বন্ধু বান্ধবদের সাহায্যে গোধুলী লগ্নে সিধু আর মাধবীর বিয়ে হয়ে যায়। সংবাদ পেয়ে হরিনারায়ণ লেঠেল সঙ্গে করে বিয়ে বাড়ী থেকে মেয়েকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়, আর হুকুম দিয়ে যায় সিধুকে যেন খুন করে সরস্বতীর জলে ভাসিয়ে দেয়।

লেঠেলদের লাঠির ঘায়ে সিধু অচৈতন্য হয়ে পড়ে। মাধুরী কেঁদে চিৎকার কোরে বলে, "আমায় একটিবার যেতে দাও।" পিতার বজ্রমুষ্টি একটুও শিথিল হয় না।

গভীর রাতে ঘুমন্ত মায়ের পাশ থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়ে মাধুরী ঝাঁপ দেয় সরস্বতীর জলে। সাক্ষী থাকে রাত্রির অন্ধকার, আর আকাশের তারার-দল। এ সংবাদ যখন সিধুর কানে পৌঁছোয় তখন সে

অর্দ্ধচেতন, লাঠির ঘায়ে আহত হয়ে বিছানায় পড়ে। জ্ঞান ফিরে এলে সিধু বন্ধুবান্ধব আর তার এক মাত্র স্বজন বামুন পিসিকে কাছে ডেকে এনে বলে, যেখানে মাধু নেই সেখানে সে থাকতে পারবে না।

অশ্রু সজল চোখে সিধু সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ে নিরুদ্দেশের পথে। বলে যায় যদি কখনও মাধুকে ফিরে পায় তবেই সে ফিরবে। অবসন্ন মন—ক্লান্ত দেহ—সিধু যেন আর চলতে পারে না। পথের পাশে এক অজানা ঘরের দাওয়ায় শুয়ে পড়ে। সারা দেহে নেমে আসে সুষুপ্তির স্নিগ্ধ পরশ। ঘুমের ঘোরে দেখতে পায় যেন যমের দূতরা তাকে নিয়ে উড়ে চলেছে শূন্যে, যমলোকের পথে। সিধু ভাবে এই তো সুযোগ, নিশ্চয়ই সেখানে সে মাধুরীর দেখা পাবে।

সিধু এসে হাজির হল যমরাজের বিচার সভায়। দেখতে পায় ধর্ম্মরাজ সিংহাসনে সমাসীন। ডাইনে বাঁয়ে চিত্রগুপ্ত ও বিচিত্রগুপ্ত। প্রতিহারী মর্ত্তলোকের এক একজনকে নিয়ে আসছে। আর ধর্ম্মরাজ বিচার করছেন। সিধু ভাবে এ তো বিচার নয়, এ শুধু বিচার-প্রহসন। সিধু প্রতিবাদ করে ওঠে। দেবরাজ খুসী হয়ে বর দেন! সেই বরে বলীয়ান হয়ে স্বর্গরাজ্যে এক বিপ্লব বাধিয়ে দেয় এবং বিষ্ণুলোক শিবলোক ও স্বর্গলোকে তার নব বিবাহিতা স্ত্রীকে খুঁজে বেড়ায়। দেবলোকের ঐশ্বর্য্য আড়ম্বর নন্দন কাননের বিচিত্র শোভা, উর্ব্বশী মেনকা রম্ভার অপূর্ব্ব নৃত্য গীত, মেঘ সমুদ্রে কৈলাসের নয়নাভিরাম দৃশ্য কিছুতেই তার মন ভরে ওঠে না। মনের গহনে ওঠে সেই একই ক্রন্দন কোথায় মাধুরী!

সিধু কি পেল তার প্রিয়তাকে? সে কি পেরেছিল মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম দিয়ে তার নববিবাহিতা স্ত্রীকে আবার মর্ত্তলোকে ফিরিয়ে আনতে।

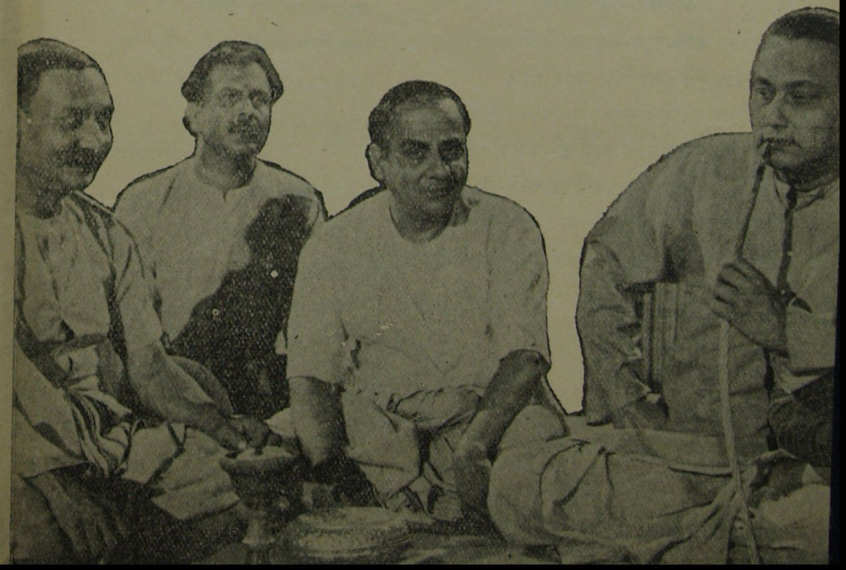

গান।

মনরে চলো মন আনন্দধাম।
জপ-গোবিন্দ পদরে বিন্দ বিন্দু অমৃত ছন্দ নাম॥
ভূ-পাল বিষ্ণু মায়া
অনাদি অনন্ত ছায়া
কমলেশ কমল কায়া ভকত নয়নাভিরাম॥
গোলকেন্দু ত দ্রাঘোরে বিন্দু সরোবর পারে।
পেক্ষী-দীপা পাদপীঠে বহ্নি জলে ওম্‌কারে॥
অশ্রু-অর্ঘ্য ভকতি ডোরে
নিত্য বাঁধ মন সে সুন্দরে
সব সাধনার অন্ত করে দাঁড়াবে আসি গুণধাম॥

●

মা তুই এমন কেন হলি—
পতির বুকে চরণ রেখে
লাজের মাথা খেলি॥
দিগবসনা এলোচুলে—হাতে নিলি খড়্গ তুলে
গলে পরে মুণ্ডমালা হলি মুণ্ডমালী॥
রক্ত লোলুপ তোর রসনা শ্মশানে রোস্ সর্বাসনা
রাক্ষসী তুই সর্ব্বনাশী তাই মা তোরে বলি॥
ভয়ঙ্করী মা তোর রূপে হৃদিপদ্ম ওঠে কেঁপে
দেখা দে মা অভয়া রূপে ওমা মহাকালী॥
দ্বিজানন্দের মরণ কালে শিবের বুকের চরণ তুলে
ক্ষণতরে দিস্ মা মাথায় সব অপরাধ ভুলি॥

হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ মহাদেব
হর হর ব্যোম্ মহাদেব।
এক ছিলিমে একটু আগুন
আহা তার যে কত গুণ
একটি টানেই মাত ভোলানাথ—
ব্যোম্ ভোলানাথ
তার চাল চুলো তো নাই
শুধু অঙ্গে মেখে ছাই—
দম দিয়ে যে ঐ
ক্ষ্যাপা নাচে তা তা থৈ
নাচে সে দিন রাত
ব্যোম্ ভোলানাথ
প্রভু ছিলিম হাতে নাও
পেসাদ করে দাও
চলতে গিয়ে বায়
চরণ ডাইনে যেন যায়
কর একটি টানেই কাত্
হর হর ব্যোম্ ভোলানাথ।

●

যমালয়ে জীবন্ত মানুষ

●

—সহকারীবৃন্দ—

পরিচালনায় : দিলীপ বসু, দ্বীজেন চৌধুরী, গৌর সী।

আলোক চিত্র : বীরেন ভট্টাচার্য্য, দিব্যেন্দু রায় চৌধুরী।

শব্দ যন্ত্রে : ইন্দু অধিকারী। শিল্প নির্দ্দেশ : রবী দত্ত।

পট শিল্পে : রবী, প্রবোধ। আলোক সম্পাতে : দুখী, রেজাক, মদন, বিমল।

রূপ সজ্জায় : নিতাই সরকার, দুর্গা ও পাঁচু।

সম্পাদনায় : অমিয় মুখার্জী, দেবী চক্রবর্ত্তী, পৃথ্বিশ রায়।

সঙ্গীতে : সুবোধ মুখার্জী, অমল চ্যাটার্জী।

ব্যবস্থাপনায় : বলাই আঢ্য, লক্ষ্মণ, অনিল।

স্থির চিত্র : ষ্টুডিও স্যাংগ্রিলা। পরিচয় লিখন : শচীন ভট্টাচার্য্য।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্রী এ, কে, বসু এম-পি এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ বোটানিকাল গার্ডেন্ (লক্ষ্ণৌ)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে গৃহীত ও বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

●

একমাত্র পরিবেশক

রাজকুমারী চিত্র মন্দির

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩।

রাজকুমারী চিত্র মন্দিরের

আগামী চিত্র নিবেদন

মুখোস

শ্রেষ্ঠাংশে :—উত্তম ও বাসবী

পরিচালনা :—মানু সেন

ওরা কেন কাঁদে

পরিচালনা : প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী

?

রাজকুমারী চিত্র মন্দির, ৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত
এবং ১৫৭বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩, ইনডাস্ প্রেস এণ্ড পাবলিসাট
প্রাঃ লিঃ হইতে মুদ্রিত।